প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ, ৪৩৫ বড় মগবাজার, ৪র্থ তলা, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭। ফোন: ৯৩৬০৭৭৪।
www.liberalbd.org

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

কার্যবিধি’
২০০৯

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

কার্যবিধি’-২০০৯

১। জাতীয় নির্বাহী কমিটি/কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি:

(১) পার্টির সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা এবং নেতৃত্ব গড়ে তুলবে। পার্টির অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত হবে।

(২) কেবিনেটের নীতিমালা এবং গঠনতন্ত্র/সংবিধান ও কার্যবিধি মোতাবেক সবাই উর্ধতনের নির্দেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) প্রেসিডেন্ট এর নামে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত হবে এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী হবে। ফাইলে যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে কেবলমাত্র মহাসচিব বা জাতীয় পরিচালক অথবা অনুমোদিত কেউ স্বাক্ষর করবেন।

(৪) যেকোন শাখা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন বিধি মোতাবেক প্রেসিডেন্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব।

(৫) ১২০ দিন সাময়িক অনুমোদন প্রদান করতে পারবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক , জাতীয় পরিচালক এবং সম্পাদকগন।

(৬) প্রশাসনিক কার্যক্রম এর জন্য জাতীয় পরিচালকের অধীনে পার্টির প্রশাসনিক শাখার সহযোগিতা নেবে সবাই।

(৭) যে কোন অসদাচরনের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি স্ব-কমিটির এবং যে কোন শাখা নেতৃত্ব যে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

(৯) মহাসচিবের সাথে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট জাতীয় নির্বাহীদের দায়িত্ব বন্টন করবেন। এটি নির্দেশনামূলক, বাধ্যতামূলক নয়।

(১০) প্রেসিডেন্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বের সিদ্ধান্তক্রমে মহাসচিব কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সভা আহবান করবেন। মহাসচিবের অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয় পরিচালক/দপ্তর সম্পাদক/প্রোগ্রাম অফিসার নোটিশ জারী করবেন।

(১১) সকল রাজনৈতিক কর্মসূচী কেবিনেটের নীতিমালার আলোকে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রনীত ও বাস্তবায়িত হবে।

(১২) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকান্ড ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে পরিচালিত হবে।

(১৩) জাতীয় কোন ইস্যুর বা দলীয় কোন গুরুতর সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে বা গঠনতন্ত্রের কোন আশু সংশোধনীর জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা যা বর্ধিত সভার নামে অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট এর অনুমোদন সাপেক্ষে মহাসচিব এই সভার আয়োজন করবে।

(১৪) পার্টির বাজেট প্রনয়ন করবে ওয়ার্কিং কমিটি।

২। প্রেসিডেন্ট এর কেবিনেট/স্থায়ী কমিটি :

(১)প্রেসিডেন্ট এর অনুমোদন সাপেক্ষে রাজনৈতিক সচিব/জাতীয় পরিচালক কেবিনেট/স্থায়ী কমিটির সভা আহবান করবেন।

(২) প্রেসিডেন্ট কেবিনেট/ স্থায়ী কমিটি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত কেবিনেট সদস্যদের প্রস্তাবে কোন সদস্য স্থায়ী কমিটি/কেবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৩) প্রেসিডেন্ট এর পক্ষে কেবিনেটের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট এর সচিবালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

(৪) কেবিনেট যে কোন সময় যুক্তি সঙ্গত কারনে যেকোন কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করতে পারবে।যে কোন নেতা কর্মীর অসদাচরনের জন্য বা অসাংগঠনিক ও অগঠনতান্ত্রিক কার্যকলাপের জন্য যে কাউকে অব্যাহতি দিতে পারবে। সকল দাপ্তরিক আদেশ প্রেসিডেন্ট এর নামে জারী হবে।

(৫) ফাইলে যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট এর পক্ষে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক সচিব, অথবা জাতীয় পরিচালক ''প্রেসিডেন্ট এর নির্দেশক্রমে''-উল্লেখ পূর্বক জারী করা আদেশের নীচে স্বাক্ষর করতে পারবেন।

(৬)কোন বিষয়ে আলোচনা অন্তর্ভূক্ত করতে হলে পূর্বাহ্নেই লিখিত ভাবে প্রেসিডেন্ট এর সচিবালয়ে জমা দিতে হবে। প্রেসিডেন্টের সচিবালয় ''কেবিনেট সচিবালয়'' হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৭) কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির কোন গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য কেবিনেটে বিষয়টি পুন:মূল্যায়নের জন্য লিখিত জানাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কেবিনেটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

(৮) কেবিনেট পার্টির বৃহত্তর স্বার্থে নতুন কোন পদ সৃস্টি করতে পারবে এবং প্রেসিডেন্ট সেই পদে কাউকে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন। পরবর্তী কংগ্রেসে তা অনুমোদনের পর ঐ পদটি গঠনতন্ত্র/সংবিধানের অর্ন্তূক্ত হবে।

(৯) কেবিনেট শুধুমাত্র নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত নিবে। কোন নির্বাহী কার্যক্রম চালাবে না।

(১০) প্রেসিডেন্ট এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যের অসম্মতি থাকলে লিখিত ভাবে জানাতে হবে। পরবর্তী কেবিনেট সভায় তা আলোচনার এজেন্ডাভূক্ত হবে। কোন আদেশ এর বিরুদ্ধে দুই তৃতীয়াংশ কেবিনেট সদস্য লিখিত প্রদান করলে প্রেসিডেন্ট তা সাময়িক স্থগিত করে পূন:বিবেচনা করবেন বা কেবিনেট সভা আহবান করে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত নেবেন।

(১১) কংগ্রেসের কমপক্ষে ৩ মাস পূর্বে কেবিনেট কংগ্রেস চেয়ারম্যান এবং নির্বাচন কমিশন নিয়োগ প্রদান করবে। কংগ্রেস ও নির্বাচন কমিশনের তৎপরতার গাইড লাইন কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩। কংগ্রেস / জাতীয় কনভেনশন :

(১)কমপক্ষে ৩০দিন পূর্বে ডেলিগেট নির্বাচন সম্পন্ন করবে কংগ্রেস/জাতীয় কনভেনশন কমিটি।এর কপি দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে।

(২)পার্টির কংগ্রেস/ কনভেনশনের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশন হবে স্বাধীন, তাদের যে কোন চাহিদা সংশ্লিস্ট নেতৃত্ব বা কমিটি পূরন করতে বাধ্য হবে।

(৩)কংগ্রেস / জাতীয় কনভেনশন এর উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন কংগ্রেস /জাতীয় কনভেনশন কমিটি চেয়ারম্যান ।

(৪)কংগ্রেস /জাতীয় কনভেনশন উদ্বোধন করবেন প্রেসিডেন্ট বা তার অবর্তমানে উর্ধতন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব।

(৫) মহাসচিব প্রধান বক্তা হবেন। অতিথি বক্তাগন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন।

(৬)রূদ্ধদ্বার দ্বিতীয় অধিবেশনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করবেন মহাসচিব। অর্থনৈতিক রিপোর্ট পেশ করবেন ট্রেজারার।

(৭) দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন কংগ্রেস/জাতীয় কনভেনশন কমিটি চেয়ারম্যান। প্রধান অতিথি থাকবেন প্রেসিডেন্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব।

(৮) রেজুলেশন সমূহ এই ২য় অধিবেশনে গৃহীত হবে।

(৯) ৩য় অধিবেশন হবে নির্বাচনী অধিবেশন। এ অধিবেশন পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত হবে। মঞ্চে নির্বাচন কমিশন ছাড়া কেউ উপবেশন করতে পারবেন না।

(১০) নর্বাচিত প্রেসিডেন্ট সম্ভব হলে মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের নাম বা মনোনীত কেবিনেট সদস্যদের নাম ঘোষনা করবেন এবং কাউন্সিলরদের দ্বারা তাদের নির্বাচনের আহবান জানাবেন। অধিকাংশ কাউন্সিলর কাউকে প্রত্যাখ্যান করলে তার নাম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রত্যাহার করে নেবেন এবং অন্য নাম প্রস্তাব করবেন।

(১১) চূড়ান্ত তথা সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বা কংগ্রেস চেয়ারম্যান বা কোন সিনিয়র সদস্য। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাচিত জাতীয় নির্বাহীদের নাম ঘোষনা করবেন।

(১২) কংগ্রেস চেয়ারম্যান বা নির্বাচন কমিশন মনোনীত কোন সদস্য নির্বাচিতদের শপথ পাঠ করাবেন।

(১৩) অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সভাপতিত্ব করার জন্য চেয়ার তথা দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারবেন।

(১৪) সমাপনী বক্তব্য চলার মধ্যে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করে কমিটির অন্যান্যদের নাম ঘোষনা করবেন অথবা পরবর্তীতে ঘোষনা করবেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শপথ পাঠ করাবেন প্রেসিডেন্ট বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন কেবিনেট সদস্য।

(১৫) কংগ্রেস / জাতীয় কনভেনশন কমিটি চেয়ারম্যান সমাপনী বক্তব্য রাখবেন।

৪। প্রশাসনিক বিভাগ:

(১) প্রেসিডেন্ট, ভারপ্রাপ্ত/নির্বাহী প্রেসিডেন্ট (যদি থাকে), ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, ট্রেজারার, রাজনৈতিক সচিব, যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় পরিচালক, সহকারী জাতীয় পরিচালক ও প্রোগ্রাম অফিসার এই হলো প্রশাসনিক স্তর।

(২) জাতীয় পরিচালকের অধীনে পার্টির প্রশাসনিক বিভাগ পরিচালিত হবে। প্রশাসনিক পদ সমূহ সময়ে সময়ে কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(৩) প্রশাসনিক স্তরের বাইরে কেউই প্রশাসনিক বিভাগকে আদেশ করতে পারবেন না। অন্যরা প্রশাসনিক সহায়তা গ্রহন করতে অনুরোধ করতে পারবেন।

(৪) পার্টির সম্পাদক মন্ডলী (সম্পাদকগন) আলাদা বিভাগীয় সাংগঠনিক প্রশাসনিক স্তর হিসেবে বিবেচিত হবেন। সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যগন এক একটি বিভাগীয় দপ্তরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পালনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সহায়তা দেবে প্রশাসনিক বিভাগ। প্রোগ্রাম অফিসার এদের প্রশাসনিক স্তর হিসেব কাজ করবেন।

(৫) পার্টির সদর দপ্তরের কোন ডকুমেন্ট বা ব্যাংক হিসেবের চেক বহি বা কাগজপত্র কারো ব্যক্তি হেফাজতে থাকতে পারবে না। সব কিছুই প্রশাসনিক বিভাগের হেফাজতে থাকবে।

(৬) প্রশাসনিক বিভাগের কর্মীদের নিয়োগ/মনোনয়ন অনুমোদন হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক।

(৭) প্রশাসনিক বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রম কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৫। শাখা কমিটি ও কমিশনসমূহ:

(১)পার্টি’র শাখা কমিটি সমূহ গঠনতন্ত্র মোতাবেক গঠিত ও নির্বাচিত হবে।

(২) রাজনৈতিক কর্মসূচির বেলায় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

(৩) অর্থনৈতিক কর্মসূচি এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব প্রতিবছর জুন মাসে পার্টি সদর দপ্তরে প্রেরন করতে হবে।

(৪) কমিশনগুলো প্রেসিডেন্ট এর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং যথারীতি প্রতিবছর প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

(৫) কেন্দ্রীয় বিভাগীয় দপ্তর/ডিপার্টমেন্ট সমূহের প্রধান হিসেবে ভাইস-প্রেসিডেন্টগন দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। সম্পাদকগন ঐ দপ্তরসমূহের নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন।